দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 FEB 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

27

ঢাকা : রোববার, ৭ই ফাল্গুন, ১৩৯৫

লেখাপড়া বিঘ্নিত

নরসিংদীতে বন্যাবিধ্বস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত করা হচ্ছে না

।। শাহাদাৎ হোসেন ।।

নরসিংদী, ১৭ই ফেব্রুয়ারী।— বন্যায়বিধ্বস্ত ৪শ' ২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ বা মেরামত না করায় লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। লেখাপড়ার পরিবেশ না থাকায় ইতিমধ্যে অনেক ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

নরসিংদীর প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যায়, এবারের নজিরবিহীন বন্যায় জেলায় ২শ' ৮২টি বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে এবং ১শ' ৪৬টি আংশিকসহ সর্বমোট ৪২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৪৭টি বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে এবং ৪৫টি আংশিক, রায়পুরা উপজেলায় যথাক্রমে ৭৭টি এবং ৬৯টি, শিবপুর উপজেলায় ৬৫টি এবং ৫টি, পলাশ উপজেলায় ৪০টি এবং ৪টি, মনোহরদী উপজেলায় ৩৯টি এবং ৮টি এবং বেলাব উপজেলায় ১৪ ও ১৫টি বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টাকার অংকে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ লাখ।

ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার নিম্নতম সুযোগও নেই। বিদ্যালয়গুলোর পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের জন্য কোন টাকা-পয়সার অনুদান কিংবা সরকারী মঞ্জুরি মেলেনি। বিদ্যালয়গুলোর কোনটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কোনটির অস্তিত্বও নেই। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে কিংবা গাছতলায় ক্লাস করছে। তদুপরি রয়েছে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতির অভাব। স্থানীয় সাহায্য ও সরকারী অনুদানে নির্মিত এসব প্রতিষ্ঠান শিগগিরই মেরামত ও পুনঃনির্মাণ করা না হলে ক্লাস শুরু করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্র জানান, বিদ্যালয়গুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামতে আর্থিক অনুদান চেয়ে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু এখনো কোন অনুদান বা মঞ্জুরি মেলেনি।

জরুরী ভিত্তিতে সরকারী আর্থিক সাহায্য না পেলে স্থানীয় উদ্যোগের ওপর নির্ভর করে জেলায় লেখাপড়ায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সময়-সাপেক্ষ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।